খ.১ মাছ চাষে কারিগরি দিকসমূহ:

পোনা বিক্রেতাগণ পোনা বিক্রয়ের সময় নিচে বর্ণিত মাছ চাষের কারিগরি দিক সমূহ চাষিদেরকে অবগত করতে পারেন।

মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা:

- পুকুর সংস্কার, তলার কালো ও পচা কাদা অপসারণ করা
- রাক্ষুসে ও অচাষকৃত মাছ অপসারণ করা
- পুকুর প্রস্তুতকালীন চুন ও সার প্রয়োগ করা
- পানির খাদ্য পরীক্ষা ও বিষাক্ততা পরীক্ষা করা

মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা:

- প্রজাতি ও মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ-

প্রজাতি	যে স্তরে বাস করে	আকার (ইঞ্চি)	সংখ্যা/শতাংশ	
			নমুনা-১	নমুনা-২
সিলভার কার্প	উপর স্তর	৪-৫	৮-১০	১০-১৫
কাতলা	উপর স্তর	৪-৫	৬-৭	৬-৮
রুই	মধ্য স্তর	৪-৫	৮-১০	১০-১৫
মৃগেল	নিম্ন স্তর	৪-৫	১০	০
কমন কার্প	নিম্ন স্তর	৪-৫	০	৪-৬
গ্রাস কার্প	সকল স্তর	৪-৫	০	১-২
থাই সরপুঁটি	সকল স্তর	২-৩	১৫	১৫-২০
তেলাপিয়া	সকল স্তর	২-৩	৮	০
মোট			৫৫-৬০	৪৬-৬৬

- কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষে প্রতি শতাংশে ৮০-১০০টি মলা মজুদ করলে পারিবারিক পুষ্টি পূরণের পাশাপাশি বাড়তি আয়ও করা যায়

মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা:

- মজুদ পরবর্তী পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য বৃদ্ধির জন্য প্রতি সপ্তাহে জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে
- সাধারণত ১০০ কেজি মাছের জন্য ২-৫ কেজি হারে সম্পূরক খাবার দিতে হবে
- আংশিক আহরণে ১০০টি মাছ ধরলে ১১০-১১৫টি মজুদ করতে হবে

আহরণ ও বাজারজাতকরণ:

- মাছের আকার, চাহিদা ও বাজার মূল্যের ওপর নির্ভর করে সম্পূর্ণ আহরণ ও বাজারজাতকরণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে

খ.২ পোনা বিক্রেতাদের বিশেষ দায়িত্ব:

- মা মাছের উৎস জেনে পোনা সংগ্রহ করতে হবে
- ইনব্রিডিং-এর (ভাইবোনদের মাঝে প্রজনন ঘটানো) ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে এবং চাষিদের জানাতে হবে
- ভালো পোনার উৎস সম্পর্কে চাষিদের জানাতে হবে

USAID Disclaimer: "This Leaflet is made through support provided by the United States Agency for International Development (USAID). The contents and opinions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the US Agency for International Development or the United States Government."

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

WorldFish

বাড়ি-২২ বি, সড়ক-৭, ব্লক-এফ, বনানী
ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৮১৩২৫০
ফ্যাক্স : (+৮৮০-২) ৮৮১১১৫১

বাড়ি-২২৫, সড়ক-১৪
নিরালা আবাসিক এলাকা
খুলনা-৯১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ০১৭৩০৩০০০৩৮

Photo Credit: Mazidur Rahman

মাছ চাষ সম্প্রসারণে পোনা বিক্রেতা

অ্যাকুয়াকালচার ফর ইনকাম অ্যান্ড নিউট্রিশন
ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া অফিস

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

WorldFish

মাছ চাষ সম্প্রসারণে পোনা বিক্রেতা

ক. পোনা পরিবহণে কারিগরি দিকসমূহ

ভালো পোনা ও দুর্বল পোনা চেনার উপায়:

পর্যবেক্ষণের বিষয়	ভালো পোনা	দুর্বল পোনা
সাধারণ বৈশিষ্ট্য	চলমান বা চটপটে এবং ত্বক পিচ্ছিল দাগহীন	ফ্যাকাসে, সাদা এবং ত্বক খসখসে, অনেক সময় লাল লাল দাগ দেখা যায়
লেজ টিপে ধরলে	দ্রুত মাথা নাড়ায়	আস্তে আস্তে মাথা নাড়ায়
হঠাৎ পাত্রের গায়ে টোকা দিলে	লাফিয়ে উঠে	কোনো সাড়া দেয় না
পাত্রে স্রোত সৃষ্টি করলে	স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটে	স্রোতের অনুকূলে সাঁতার কাটে অথবা পাত্রের মাঝখানে জড়ো হয়

পোনা টেকসই বা পাকাকরণ:

- পোনা বিক্রয়ের কমপক্ষে ২-৩ দিন পূর্ব থেকে-
  - প্রতিদিন জাল টেনে পোনাতে পানির ধারা দিয়ে ২০-৩০ মিনিট পর ছেড়ে দিতে হবে
  - প্রতিদিন শতাংশে ২০০-৩০০ গ্রাম হারে খৈল প্রয়োগ করতে হবে
- বিক্রয়ের দিন পোনার খাবার বন্ধ রাখা ও পোনা ধরে একটি পাতলা জালের সাহায্যে ময়লা মুক্ত করতে হবে
- নির্দিষ্ট ফাঁসের জালের সাহায্যে বিক্রয়যোগ্য পোনা আলাদা করতে হবে। পোনা ধরার পর হাপার মধ্যে রেখে কমপক্ষে ৪-৫ ঘণ্টা সহনশীল করে নিতে হবে। এ সময়ের মধ্যে পোনা মলমূত্র ত্যাগ করে পেট খালি করে ফেলে। ফলে পরিবহণে সমস্যা হয় না

লক্ষনীয়:

দূরবর্তী স্থানে পরিবহণের জন্য শুধু প্রথম দিনে শতাংশে ১৫০ গ্রাম হারে পুকুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

পোনা পরিবহণ:

পোনা মাছ পরিবহণের সময় পাতিল কিংবা ড্রামে তিনভাগের দুই ভাগ টিওবয়েলের এবং একভাগ পুকুরের পানি মিশিয়ে পোনা পরিবহণ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

কার্পের চারা বা আঙ্গুলে পোনার পরিবহণ ঘনত্ব:

পরিবহণ পদ্ধতি	পরিবহণ পাত্র	পানির পরিমাণ	পোনার আকার	পরিবহণ ঘনত্ব	সময়
পাতিল-ওয়ালাদের কাঁধে	১৬ নং এ্যালুমিনিয়াম পাতিল	৮-১০ লিটার পানি	ধানী ১"	১,৫০০-২,৫০০ ধানী	২-৩ ঘণ্টা
			২"-৩"	৪০০-৫০০ পোনা	৬-৮ ঘণ্টা
			৩"-৪"	৩০০-৪০০ পোনা	৬-৮ ঘণ্টা
ইঞ্জিন চালিত ভ্যানে	প্লাস্টিকের ড্রাম	১০০-১২০ লিটার পানি	ধানী ১"	৩,৫০০-৫,০০০ ধানী	২-৩ ঘণ্টা
			২"-৩"	২,০০০-৩,০০০ পোনা	৩-৫ ঘণ্টা
			৩"-৪"	১,৫০০-২,০০০ পোনা	৩-৫ ঘণ্টা
			৪"-৫"	৮০০-১,২০০ পোনা	৩-৫ ঘণ্টা

লক্ষনীয়:

- পরিবহণ সময় কম হলে পরিবহণকালে পোনার ঘনত্ব বৃদ্ধি করা যেতে পারে
- প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী টেকসইকৃত ১-২ কেজি পোনা (চারা পোনা) ১০ লিটার পানিতে পরিবহণ করা হয়। তবে পোনা বিক্রেতাগণ অনেক সময় সমপরিমাণ পানিতে ৩-৪ কেজি পোনাও পরিবহণ করে থাকেন

পরিবহণকালীন করণীয়:

- সব সময় পাকা পোনা পরিবহণ করতে হবে
- পরিবহণ কালে প্রতি ১৬ নং পাতিলের জন্য এক প্যাকেট খাওয়ার স্যালাইন ব্যবহার করতে হবে
- পরিবহণ পাত্র ভেজা কাপড় বা চট দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে
- পরিবহণকালে প্রতি ২-৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর পাত্রের ২-৩ ভাগ পানি পরিবর্তন করতে হবে
- হাড়িতে পরিবহণের সময় মাঝে মধ্যে হাত দিয়ে পানি ঝাঁকাতে বা আন্দোলিত করতে হবে
- পানি পরিবর্তনের সময় মিশ্রিত পানি এবং পাত্রের পানির তাপমাত্রা সমতায় নিয়ে আসতে হবে
- এক সাইজের এবং এক প্রজাতির পোনা একই পাত্রে পরিবহণ করতে হবে
- পোনার মৃত্যুহার কমাতে পরিবহণের জন্য সঠিক সময় হিসাব করে পরিবহণ করতে হবে
- মাছের পোনার আকার যত বড় হবে পরিবহণ ঘনত্ব আনুপাতিক হারে তত কম করতে হবে

পরিবহণকালে পোনা মৃত্যুর কারণ:

সাধারণত অক্সিজেন ঘাটতি, শারীরিক ক্ষত, এ্যামোনিয়া সৃষ্টি, তাপমাত্রা, পরিবহণ দূরত্ব এবং কাঁচাপোনা পরিবহণের কারণে পোনার মৃত্যু ঘটে থাকে।

খ. মাছ চাষ সম্প্রসারণে পোনা বিক্রেতাদের ভূমিকা:

পোনা বিক্রেতাগণ মাছ চাষ কার্যক্রম দ্রুত সম্প্রসারণে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারেন।

পোনা বিক্রেতাদের মাধ্যমে মাছ চাষ সম্প্রসারণে ভূমিকা